পূর্বের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

সূচিপত্র | পৃষ্ঠা

বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক

অনুচ্ছেদ-১ ২
অনুচ্ছেদ-২ ২
অনুচ্ছেদ-৩ ২
অনুচ্ছেদ-৪ ২-৩
অনুচ্ছেদ-৫ ৪
অনুচ্ছেদ-৬ ৪
অনুচ্ছেদ-৭ ৪-৬
অনুচ্ছেদ-৮ ৬-৯
অনুচ্ছেদ-৯ ৯-১০
অনুচ্ছেদ-১০ ১০-১১
অনুচ্ছেদ-১১ ১২
অনুচ্ছেদ-১২ ১২-১৩
অনুচ্ছেদ-১৩ ১৩-১৪
অনুচ্ছেদ-১৪ ১৪
অনুচ্ছেদ-১৫ ১৪
অনুচ্ছেদ-১৬ ১৪

বর্তমানে প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

সূচিপত্র

অনুচ্ছেদ | পৃষ্ঠা

১। নামকরণ ২
২। গঠনতন্ত্র ও পরিধি ২
৩। কার্যালয় ২
৪। ভাষা ২
৫। প্রতীক ২
৬। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৩
৭। প্রধান পৃষ্ঠপোষক ৪
৮। পরিষদ গঠন ৪
৯। সাধারণ পরিষদ ৪
১০। উপদেষ্টা পরিষদ ৫
১১। কার্যনির্বাহী পরিষদ ৫
১২। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ৬
১৩। সদস্যপদ বাতিল ৬
১৪। সদস্যপদ পুনর্বহাল ৬
১৫। কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যাবলি ৭
১৬। কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের কার্যাবলি ৮-১১
১৭। কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ও নির্বাচন পদ্ধতি ১১
১৮। সভাসমূহ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি ১২
১৯। তহবিল গঠন ও হিসাব ১২-১৩
২০। আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষণ ১৩
২১। অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ নারী সদস্য ১৪
২২। বিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও সংযোজন ১৪
২৩। বিবিধ ১৪

পূর্বের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক

অনুচ্ছেদ-১

নামকরণ

এই নেটওয়ার্কের নাম হবে বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক।

অনুচ্ছেদ-২

গঠনতন্ত্র ও পরিধি

(১) এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এই নেটওয়ার্ক গঠিত ও পরিচালিত হবে।

(২) বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত সকল পুলিশ নারী এই নেটওয়ার্কের সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।

অনুচ্ছেদ-৩

কার্যালয়

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

অনুচ্ছেদ-৪

ভিশন (Vision)

পুলিশ নারীর সামর্থ্য ও দড়্গতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে নারীর উন্নয়নের জন্য গৃহীত লড়্গ্য বাস্তবায়নে সংশিস্নষ্ট ড়্গেত্রে নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা অর্জন

করা।

বর্তমানে প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূরীকরণ সনদ **(CEDAW)** সহ অন্য সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে পুলিশ নারীর ন্যায়সংগত অধিকার এবং তাদের বিশেষ চাহিদার (Special Need) সাথে সংগতিপূর্ণ, সময়োপযোগী এবং চাকরিসংশিস্নষ্ট বিষয়সমূহে সমতা, ন্যায়পরায়ণতা, অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে গঠিত একটি নেটওয়ার্ক।

১। **নামকরণ**

এই নেটওয়ার্কের নাম হবে বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্ক। ইংরেজিতে সংড়্গিপ্ত নাম হবে BPWN এবং পূর্ণ নাম Bangladesh Police Women Network.

২। **গঠনতন্ত্র ও পরিধি**

(১) এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এই নেটওয়ার্ক গঠিত ও পরিচালিত হবে।

(২) বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত সকল পুলিশ নারী এই নেটওয়ার্কের সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।

৩। **কার্যালয়**

বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্কের প্রধান কার্যালয় হবে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ৬ ফিনিক্স রোড, ঢাকা-১০০০। কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মতিক্রমে প্রয়োজনে বিভাগীয় সদরে কার্যালয় স্থাপন করা যাবে।

৪। **ভাষা**

বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্কের সকল কার্যক্রম বাংলা ভাষায় পরিচালিত হবে। তবে যে সকল টার্মিনোলজি বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা যায় না, সেসব শব্দ এবং বিদেশের সাথে যোগাযোগের ড়্গেত্রে ইংরেজি ভাষাও ব্যবহার করা যাবে।

৫। **প্রতীক**

বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্কের একটি প্রতীক থাকবে। এটি লাল-সবুজের প্রেড়্গাপটে দশপ্রেম, একতা, শক্তি ও প্রগতিতে উদ্বুদ্ধ নারী পুলিশের অবয়ব, যা নারীর সার্বিক নিরাপত্তা আর সুরড়্গায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে প্রকাশ করে।

পূর্বের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

লক্ষ্য (Goals)

(১) বাংলাদেশ পুলিশে নারীর অবস্থান সুদৃঢ় করা।

(২) আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী লব্ধ জ্ঞান এবং ধারণা বিনিময়ের মাধ্যমে পেশাদারিত্বের উন্নয়ন সাধন করা।

(৩) বাংলাদেশ পুলিশ নারীর ক্ষমতায়ন ও সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ এবং নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় পুলিশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

(৪) বিভিন্ন সরকারি ও আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে পুলিশ নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

(৫) পুলিশ নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক সামর্থ্যসহ সকল প্রকার কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে নারীর উপযোগী কর্মপরিবেশ অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(৬) চাকরি সংক্রান্ত বিষয়ে সদস্যদের আইনানুগ ও ন্যায়সংগত অধিকার, সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা এবং এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৭) বাংলাদেশ পুলিশ নারীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি আয়োজন করা এবং সে লক্ষ্যে পুস্তক, পুস্তিকা, সাময়িকী ও পত্রপত্রিকা প্রকাশ করা।

(৮) নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি এবং উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুলিশ নারীর অধিকারসমূহ সমুন্নত রাখার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(৯) সদস্যদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধির মাধ্যমে সহযোগিতার ক্ষেত্র ও সুযোগ চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(১০) অন্যান্য সহযোগী সংস্থা এবং গোষ্ঠীর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সার্বিকভাবে নারীর উন্নয়নের জন্য ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

বর্তমানে প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

৬। **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

লক্ষ্য :

পুলিশ নারীর সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে নারীর উন্নয়নের জন্য গৃহীত লক্ষ্য বাস্তবায়নে সংশিস্নষ্ট ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করা।

উদ্দেশ্য :

সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে এ নটওয়ার্ক নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে পরিচালিত হবে।

(১) বাংলাদেশ পুলিশে নারীর অবস্থান সুদৃঢ় করা।

(২) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী লব্ধ জ্ঞান এবং ধারণা বিনিময়ের মাধ্যমে পেশাদারিত্বের উন্নয়ন সাধন করা।

(৩) বাংলাদেশ পুলিশ নারীর ক্ষমতায়ন ও সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ এবং নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় পুলিশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

(৪) বিভিন্ন সরকারি ও আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে পুলিশ নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

(৫) পুলিশ নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক সামথ্যসহ সকল প্রকার কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে নারীর উপযোগী কর্মপরিবেশ অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(৬) বাংলাদেশ পুলিশ নারীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি আয়োজন করা এবং সে লক্ষ্যে পুস্তক, পুস্তিকা, সাময়িকী ও পত্রপত্রিকা প্রকাশ করা।

(৭) সদস্যদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধির মাধ্যমে সহযোগিতার ক্ষেত্র ও সুযোগ চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৮) অন্যান্য সহযোগী সংস্থা এবং গোষ্ঠীর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সার্বিকভাবে নারীর উন্নয়নের জন্য ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(৯) চাকরি হতে অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের তালিকা সংরক্ষণ, তাদেরকে নেটওয়ার্কের কাজে সম্পৃক্ত করা।

পূর্বের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

অনুচ্ছেদ-৫

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ।

অনুচ্ছেদ-৬

উপদেষ্টা পরিষদ

(১) অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক (প্রশাসন)।

(২) অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক (সকল)।

(৩) যুগ্ম সচিব (পুলিশ), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

(৪) যুগ্ম সচিব, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

(৫) যুগ্ম সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

(৬) বাংলাদেশ পুলিশের দুজন পুলিশ নারী কর্মকর্তা।

অনুচ্ছেদ-৭

গঠন প্রণালি

কার্যনির্বাহী কমিটি ২৩ সদস্যবিশিষ্ট হবে।

(১)	সভাপতি	১ জন।
(২)	সহসভাপতি	২ জন।
(৩)	নির্বাহী সচিব	১ জন।
(৪)	যুগ্ম নির্বাহী সচিব	১ জন।
(৫)	অর্থ সম্পাদক	১ জন।

বর্তমানে প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

৭। **প্রধান পৃষ্ঠপোষক**

মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ।

৮। **পরিষদ গঠন**

নেটওয়ার্কের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য নিম্নোক্ত তিনটি পরিষদ গঠন করা হবে :

ক) সাধারণ পরিষদ

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ

গ) উপদেষ্টা পরিষদ

৯। **সাধারণ পরিষদ**

সাধারণ পরিষদ হবে নেটওয়ার্কের সর্বোচ্চ পরিষদ।

সাধারণ পরিষদ গঠন, প্রকৃতি ও ক্ষমতাসমূহ :

ক) নেটওয়ার্কের সকল সদস্যের সমন্বয়ে নেটওয়ার্কের সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে;

খ) সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা ও জরুরি সভায় উপস্থিত থাকার, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভোট প্রদান করার, কার্যনির্বাহী পরিষদের যেকোনো পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার এবং নেটওয়ার্কের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী নয় এমন যেকোনো প্রস্তাব পেশ করার অধিকার সদস্যদের থাকবে। তবে কোনো সদস্য একই পরিষদের একাধিক পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না;

গ) বছরে অন্তত একবার সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ঘ) বার্ষিক সাধারণ সভা 'বার্ষিক সম্মেলন' হিসেবে পরিচিত হবে। প্রয়োজনে ইস্যুভিত্তিক বা জরুরি বিশেষ সভা আহ্বান করা যেতে পারে;

ঙ) সদস্যবৃন্দ সাধারণ সংখ্যাধিক্য ভোটের মাধ্যমে নেটওয়ার্কের কার্যাবলি পরিচালনার জন্য একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করবেন। তবে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রধান পৃষ্ঠপোষকের অনুমোদনক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণের অন্তত ১ মাস পূর্বে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা যাবে;

চ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি সাধারণ পরিষদেরও সভাপতি হবেন।

ছ) সাধারণ পরিষদ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্কের বার্ষিক রিপোর্ট, বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব, বার্ষিক বাজেট, ব্যয় বরাদ্দ বিবেচনা ও অনুমোদন করবে এবং নেটওয়ার্কের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করবে।

পূর্বের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

(৬) সমাজকল্যাণ সম্পাদক ১ জন।

(৭) সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক ১ জন।

(৮) কমিটির সাধারণ সদস্য সংখ্যা ১৫ (পনেরো) জন হবে।

(ক) পুলিশ সুপার/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ৩ জন।

(খ) সহকারী পুলিশ সুপার ৩ জন।

(গ) ইন্সপেক্টর ১ জন।

(ঘ) সাব-ইন্সপেক্টর

সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ১ জন
পদোন্নতি প্রাপ্ত ১ জন } ২ জন।

(ঙ) অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর ১ জন।

(চ) কনস্টেবল ৫ জন।

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা :

(১) কনস্টেবল সদস্যদের ক্ষেত্রে কনস্টেবল হিসেবে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা।

(২) এএসআই সদস্যদের ক্ষেত্রে এএসআই হিসেবে কমপক্ষে ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা।

(৩) এসআই সদস্যদের ক্ষেত্রে এসআই হিসেবে কমপক্ষে ৩(তিন) বছরের অভিজ্ঞতা।

(৪) ইন্সপেক্টর সদস্যদের ক্ষেত্রে ইন্সপেক্টর হিসেবে কমপক্ষে ৩(তিন) বছরের অভিজ্ঞতা।

(৫) এএসপি সদস্যদের ক্ষেত্রে এএসপি হিসেবে কমপক্ষে ২(দুই) বছরের অভিজ্ঞতা।

বর্তমানে প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

১০। **উপদেষ্টা পরিষদ**

(১) অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক (সকল)।
(২) যুগ্ম সচিব (পুলিশ), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
(৩) যুগ্ম সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
(৪) যুগ্ম সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
(৫) বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত দু'জন পুলিশ নারী কর্মকর্তা।
(৬) কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রস্তাবনা অনুযায়ী প্রধান পৃষ্ঠপোষকের অনুমোদনক্রমে বিগত কার্যনির্বাহী পরিষদসমূহের সদস্যদের মধ্য হতে দু'জন পুলিশ নারী কর্মকর্তা।

১১। **কার্যনির্বাহী পরিষদ**

কার্যনির্বাহী পরিষদ নেটওয়ার্কে সংশিস্নষ্ট সকল সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্বশীল পরিষদ। কার্যনিবাহ পরিষদ ৩৩ (তেত্রিশ) সদস্যবিশিষ্ট হবে।

(১) সভাপতি ১ জন।
(২) সহসভাপতি ২ জন।
(৩) সাধারণ সম্পাদক ১ জন।
(৪) যুগ্ম সম্পাদক ২ জন।
(৫) অর্থ সম্পাদক ১ জন।
(৬) কল্যাণ সম্পাদক ১ জন।
(৭) সাহিত্য, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক ১ জন।
(৮) দপ্তর সম্পাদক ১ জন।
(৯) যোগাযোগ, প্রচার ও তথ্য সম্পাদক ১ জন।
(১০) উন্নয়ন ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ১ জন।
(১১) সাধারণ সদস্য সংখ্যা ২১ (একুশ) জন।
(ক) অতিরিক্ত ডিআইজি ও তদূর্ধ্ব ৩ জন।
(খ) পুলিশ সুপার ২ জন।
(গ) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ২ জন।
(ঘ) সিনিয়র সহকারী/সহকারী পুলিশ সুপার ৫ জন।
(ঙ) ইন্সপেক্টর ১ জন।
(চ) সাব-ইন্সপেক্টর
সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত ১ জন
পদোন্নতি প্রাপ্ত ১ জন } ২ জন।
(ছ) অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর ২ জন।
(জ) কনস্টেবল ৪ জন।

পূর্বের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

(৬) অবশ্যই নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা থাকতে হবে।

(৭) শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশেষ বিবেচনার বিষয় হিসেবে গণ্য হবে।

(৮) নারী বিষয়ক সমস্যা সমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

(৯) কোন পুলিশ নারী সদস্য গুরুদণ্ড প্রাপ্ত হলে গুরুদণ্ড প্রাপ্তির ৩ (তিন) বছরের মধ্যে এই কমিটির সদস্য হতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ-৮

কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যাবলী ঃ

সভাপতির কার্যাবলী ঃ

(১) উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হবেন এবং উপদেষ্টা পরিষদের অপর পুলিশ নারী সদস্যকে কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা হতে মনোনীত করবেন।

(২) কার্যনির্বাহী প্রধান হিসেবে গণ্য হবেন।

(৩) যে কোন সভা আহবান করার নির্দেশ দিবেন। কার্যনির্বাহী সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(৪) নেটওয়ার্ক এর নিয়ম শৃঙ্খলার দিকে দৃষ্টি রাখবেন।

(৫) নেটওয়ার্ক এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন।

(৬) নেটওয়ার্ক এর স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি হেফাজতের জন্য দায়ী থাকবেন।

(৭) নেটওয়ার্ক এর কার্যাবলীর অগ্রগতির জন্য দায়িত্বশীল বিধায় সমস্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ করবেন।

(৮) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতিমালার বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

(৯) সহসভাপতিকে দায়িত্ব অর্পণ করবেন। নির্বাহী সচিব ও অর্থ সম্পাদক কর্তৃক পেশকৃত ভাউচার এবং ব্যাংক হতে টাকা উঠানোর জন্য চেক এ প্রতিস্বাক্ষর করবেন।

বর্তমানে প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

১২। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

(১) কনস্টেবল সদস্যদের চাকরির ময়াদ ৩ (তিন) বছর হতে হবে।
(২) এএসআই সদস্যদের ক্ষেত্রে এএসআই হিসেবে কমপক্ষে ৩ (তিন) বছর হতে হবে।
(৩) এসআই সদস্যদের ক্ষেত্রে এসআই হিসেবে চাকরির মেয়াদ কমপক্ষে ৩ (তিন) বছর হতে হবে।
(৪) ইন্সপেক্টর সদস্যদের ক্ষেত্রে ইন্সপেক্টর হিসেবে চাকরির মেয়াদ কমপক্ষে ২ (দুই) বছর হতে হবে।
(৫) এএসপি সদস্যদের ক্ষেত্রে এএসপি হিসেবে চাকরির মেয়াদ কমপক্ষে ২ (দুই) বছর হতে হবে।
(৬) নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা থাকতে হবে।
(৭) শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশেষ বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য হবে।
(৮) নারী বিষয়ক সমস্যাসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।
(৯) কোনো পুলিশ নারী সদস্য গুরুদণ্ড-প্রাপ্ত হলে গুরুদণ্ড-প্রাপ্তির ৩ (তিন) বছরের মধ্যে এই পরিষদের সদস্য হতে পারবে না।

১৩। সদস্যপদ বাতিল

(১) মৃত্যুবরণ করলে।
(২) নেটওয়ার্ক থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে।
(৩) বাংলাদেশ পুলিশ থেকে বরখাস্ত হলে।
(৪) নেটওয়ার্কের স্বার্থ ও শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মে বা আচরণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত বা লিপ্ত হলে।
(৫) ফৌজদারি আদালত কর্তৃক কোনো অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত হলে;
(৬) একনাগাড়ে তিন (৩) বছর চাদা প্রদান না করলে।

উপরে বর্ণিত কারণে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক সদস্যপদ বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে। তবে শর্ত থাকে যে, কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সদস্যপদ বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকবে।

১৪। সদস্যপদ পুনর্বহাল

সদস্যপদ বাতিল হওয়ার পর তা পুনর্বহালের জন্য সভাপতি বরাবর আবেদন করা হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি প্রদান সাপেক্ষে সংশিস্নষ্ট ব্যক্তির সদস্যপদ পুনর্বহাল হতে পারে।

পূর্বের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

সহসভাপতির কার্যাবলী ঃ

(১) সভাপতির অনুপস্থিততে সহসভাপতি (পদাধিকার বলে জ্যেষ্ঠ) সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রয়োজনে সভাপতির ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

(২) সভাপতি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন।

(৩) সভাপতির সহায়ক হিসেবে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

নির্বাহী সচিব এর কার্যাবলী ঃ

(১) নির্বাহী পধান বলে গণ্য হবেন।

(২) সভাপতির সাথে পরামর্শ করে সর্বপ্রকার সভা আহবান করবেন।

(৩) সাধারণ সভা ও কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশানুযায়ী কাজ করবেন।

(৪) নেটওয়ার্ক এর সকল সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং তাদের মতামত কার্যনির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপন করবেন।

(৫) সর্বপ্রকার পত্রালাপ করবেন।

(৬) বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করবেন।

(৭) নেটওয়ার্ক এর কাগজপত্র হেফাজত করবেন। বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যান্য সম্পাদক ও সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করবেন।

(৮) নেটওয়ার্ক এর তহবিলের অর্থ, সম্পাদকের সাথে যৌথ স্বাক্ষরে লেনদেন করবেন। তবে ব্যাংক হতে টাকা উঠানোর সময়ে চেক-এ সভাপতির প্রতিস্বাক্ষর ব্যতিরেকে কোন টাকা উঠানো যাবে না।

বর্তমানে প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

১৫। কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যাবলি

(১) নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কার্যনির্বাহী পরিষদ সার্বিক কর্ম সম্পাদনে যথাযথ ভূমিকা ও নির্বাহী দায়িত্ব পালন করবে।

(২) বছরে একবার কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদের সভা আয়োজন করবে। সাধারণ পরিষদের সভায় নেটওয়ার্কের সার্বিক কার্যক্রম ও আয়-ব্যয়ের বিবরণী এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পেশ করবে।

(৩) বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট কাজের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ উপকমিটি/আঞ্চলিক কমিটি গঠন করতে পারবে।

(৪) নেটওয়ার্কের স্বার্থসংশিস্নষ্ট সভা-সমাবেশ আহ্বান এবং পরিচালনা করা।

(৫) নেটওয়ার্কের জন্য সকল প্রকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা।

(৬) নেটওয়ার্কের স্বার্থে অর্জিত সম্পত্তি ব্যবহার, উন্নয়ন সাধন, বিক্রয়, ইজারা, বন্ধক বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর করা।

(৭) নেটওয়ার্কের জন্য তহবিল গঠন করা এবং তহবিলের অর্থ লাভজনক কর্মকা- বিনিয়োগ করা।

(৮) অন্যান্য সহযোগী সংস্থা এবং গোষ্ঠীর সাথে, অন্য কোনো সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন বা নারী অ্যাসোসিয়েশন বা ফোরামের সাথে যোগাযোগ এবং যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(৯) কার্যনির্বাহী পরিষদের যেকোনো সদস্যকে বিশেষ কাজে দায়িত্ব প্রদান করা।

(১০) সরকারি/বেসরকারি/দেশি/বিদেশি সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে কর্মসূচি গ্রহণ করা।

(১১) দৈহিক, মানসিক বা অন্য কোনো কারণে এই নেটওয়ার্কের কোনো সদস্য আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে বা আকস্মিক মৃত্যুবরণ করলে তাকে বা তার উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

(১২) অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের তালিকা প্রণয়ন এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

(১৩) উলিস্নখিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রয়োজনীয় সকল কার্যাবলি সম্পাদন করা।

পূর্বের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

যুগ্ম নির্বাহী সচিব এর কার্যাবলী ঃ

(১) নির্বাহী সচিবের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম নির্বাহী সচিব দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্বাহী সচিবের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

(২) বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন ও হিসাব নিকাশে নির্বাহী সচিবকে সাহায্য করবেন।

(৩) প্রয়োজনবোধে নির্বাহী সচিবের দায়িত্ব পালনে সাহায্য করবেন।

অর্থ সম্পাদকের এর কার্যাবলী ঃ

(১) নেটওয়ার্ক এর পক্ষে চাঁদা সংগ্রহ করবেন।

(২) হিসাব ও তৎসংক্রান্ত কাগজপত্র যথা- রশিদ বই, পরিশোধিত ভাউচার, ব্যাংকের পাশ বই, চেক ও ক্যাশ বই রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

(৩) সংগৃহীত টাকা ৩ (তিন) দিনের মধ্যে ব্যাংকে জমা দিবেন।

(৪) নির্বাহী সচির এর সাথে যৌথভাবে চেক ও পরিশোধিত ভাউচার স্বাক্ষরদার করবেন এবং ব্যাংক লেনদেন করবেন।

(৫) প্রতি মাসের আয়/ব্যয় হিসাব পরবর্তী সভায় পেশ করবেন এবং কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করবেন।

(৬) জরুরী খরচ মিটানোর নিমিত্ত সব সময়ের জন্য নগদ ১,০০০/= (এক হাজার) টাকা ক্যাশে রাখতে পারবেন। তবে সভাপতি বা নির্বাহী সচিবের অনুমোদন ব্যতীত কোন টাকা খরচ করতে বা কাউকে প্রদান করতে পারবেন না।

(৭) অর্থ সম্পাদক তহবিলের অবস্থা কার্যনির্বাহী কমিটিকে নিয়মিত অবহিত করবেন।

চাঁদা

সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সকল সদস্যের একটি সমকালীন তালিকা সভায় উপস্থাপন করবেন।

বর্তমানে প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

১৬। কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের কার্যাবলি

সভাপতির কার্যাবলি

(১) কার্যনির্বাহী প্রধান হিসেবে গণ্য হবেন।

(২) যেকোনো সভা আহ্বান করার নির্দেশ দেবেন। কার্যনির্বাহী সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি নেটওয়ার্কের স্বার্থে সাধারণ সভা, আলোচনা, নেগোসিয়েশন ও ডেলিগেশনে নেতৃত্ব প্রদান করবেন।

(৩) তিনি সাধারণ সম্পাদকের সাথে যৌথভাবে নেটওয়ার্কের পক্ষে সকল বিবরণী, দলিলপত্র, দাবিনামা এবং চুক্তিপত্রে সহি করবেন।

(৪) বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত নারী সদস্যদের উন্নয়ন ও পেশা সংশিস্নষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ, যোগাযোগ ও পরামর্শ প্রদান করবেন। প্রয়োজনে বাংলাদেশ পুলিশের সংশিস্নষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষককে অবহিত করবেন।

(৫) আন্তর্জাতিক পরিষদ-এ International Association of Women Police (IAWP) সহ সকল নারী বিষয়ক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কনফারেন্সে যোগদানের লক্ষ্যে যোগ্য প্রতিনিধি মনোনয়নপূর্বক সংশিস্নষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।

(৬) নেটওয়ার্কের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন করবেন।

(৭) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত নীতিমালার বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

(৮) সহসভাপতিকে দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

(৯) সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক কর্তৃক পেশকৃত ভাউচারে এ প্রতিস্বাক্ষর করবেন।

(১০) নেটওয়ার্কের সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করবেন।

সহসভাপতির কার্যাবলি

(১) সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহসভাপতি (পদাধিকার বলে জ্যেষ্ঠ) সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রয়োজনে সভাপতির ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

(২) সভাপতি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন।

(৩) সভাপতির সহায়ক হিসেবে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পূর্বের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

সমাজ কল্যাণ সম্পাদক এর কার্যাবলী ঃ

(১) সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য অন্যান্য সহযোগী সংস্থা এবং গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

(২) প্রয়োজনে সভা সমিতির আয়োজন করবেন।

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক এর কার্যাবলী ঃ

(১) নেটওয়ার্ক এর কাজে কোন পুস্তক, পুস্তিকা, সাময়িকী, পত্রপত্রিকা, লিফলেট ইত্যাদি প্রকাশের যাবতীয় ব্যবস্থা করবেন।

(২) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন।

অনুচ্ছেদ-৯

সভা সমূহ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি ঃ

(১) বছরে নূন্যতম দুইবার কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(২) বছরে সুবিধাজনক সময়ে দুইবার প্রধান পৃষ্ঠপোষকের সাথে এবং একবার উপদেষ্টা পরিষদের সাথে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(৩) কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজন মনে করলে বিশেষ জরন্নরী অবস্থার প্রেক্ষিতে যে কোন সময় যে কোন সভার আয়োজন করতে পারবেন।

(৪) রেঞ্জ পর্যায়ে বছরে অন্তত একবার রেঞ্জ এবং মেট্রোপলিটন ইউনিটের প্রধান কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই সভা সমূহে কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি অথবা সহসভাপতি অথবা সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কার্যনির্বাহী কমিটির এক বা একাধিক সদস্য উপস্থিত থাকবেন। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত পুলিশ নারীগণ এতে অংশগ্রহণ করবেন। রেঞ্জ পর্যায়ে এই সভা সমূহ অনুষ্ঠিত হওয়ার
পর মাঠ পর্যায়ে চিহ্নিত বিষয়াবলী পর্যালোচনা পূর্বক বিবেচনার জন প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং উপদেষ্টা পরিষদের নিকট কার্যনির্বাহী কমিটি উপস্থাপন করবেন।

বর্তমানে প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

সাধারণ সম্পাদকের কার্যাবলি

(১) সভাপতির সাথে পরামর্শ করে সর্বপ্রকার সভা আহ্বান ও পরিচালনা করবেন।

(২) তিনি নেটওয়ার্কের কার্যকলাপ সম্পর্কীয় বিবরণ সভায় পেশ করবেন।

(৩) অফিস পরিচালনার সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত থাকবে।

(৪) সাধারণ সভা ও পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করবেন।

(৫) নেটওয়ার্কের সকল সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং তাদের মতামত কার্যনির্বাহী পরিষদে উপস্থাপন করবেন।

(৬) সর্বপ্রকার পত্রালাপ করবেন।

(৭) বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করবেন। সভাপতির সাথে আলোচনাপূর্বক সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহ করবেন এবং এই সংক্রান্তে তিনি পরবর্তী সভায় কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করবেন।

(৮) নেটওয়ার্কের তহবিলের অর্থ, অর্থ সম্পাদকের সাথে যৌথ স্বাক্ষরে লেনদেন করবেন। তবে ব্যাংক হতে টাকা ওঠানোর সময়ে চেকে সভাপতির স্বাক্ষর ব্যতিরেকে কোনো টাকা ওঠানো যাবে না।

যুগ্ম সম্পাদকের কার্যাবলি

(১) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম সম্পাদক (পদাধিকার বলে জ্যেষ্ঠ) সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রয়োজনে সাধারণ সম্পাদকের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

(২) বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও হিসাব-নিকাশে সাধারণ সম্পাদককে সাহায্য করবেন।

(৩) প্রয়োজনবোধে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনে সাহায্য করবেন।

অর্থ সম্পাদকের কার্যাবলি

(১) অর্থ সম্পাদক ও সভাপতি যৌথভাবে দেশের মধ্যে কোনো সরকারি বা বেসরকারি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলবেন।

(২) হিসাব ও তৎসংক্রান্ত কাগজপত্র, যথা : রসিদ বই, পরিশোধিত ভাউচার, ব্যাংকের পাস বই, চেক ও ক্যাশ বই রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

(৩) সদস্যদের ভর্তি ফি ও বার্ষিক চাঁদা আদায়ের জন্য তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন।

(৪) অর্থ সম্পাদক তহবিলের অবস্থা কার্যনির্বাহী পরিষদকে নিয়মিত অবহিত করবেন। চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সকল সদস্যের একটি সমকালীন তালিকা সভায় উপস্থাপন করবেন।

(৫) সংগৃহীত টাকা ৩ (তিন) দিনের মধ্যে ব্যাংকে জমা দেবেন।

পূর্বের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

(৫) দুই বছরে একবার সুবিধাজনক সময়ে এই নেটওয়ার্ক এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(৬) উপস্থিত সদস্যগণের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

(৭) কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যগণ হাত তুলে বা প্রয়োজনবোধে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে তাদের মতামত জানাবেন। পক্ষে বিপক্ষে সমান ভোট পড়লে সভাপতির ভোটে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

অনুচ্ছেদ-১০

তহবিল গঠন ও হিসাব ঃ

(১) তহবিল গঠনের জন্য বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত প্রত্যেক পুলিশ নারী 'বাংলাদেশ পুলিশ ইউমেন্স নেটওয়ার্ক' এর সদস্য হওয়ায় সদস্য ফি বাবদ ১০০(একশত) টাকা প্রদান করবেন। ফি প্রদান করার পর সদস্যগণকে ক্রমিক নম্বর সম্বলিত 'সদস্য বই' দেয়া হবে।

(২) পদবী অনুসারে নিম্নলিখিত হারে মাসিক চাঁদা নির্ধারণ পূর্বক বছরে একবার বাৎসরিক চাঁদা আদায় করা হবে।

(ক) কনষ্টেবল মাসিক ৫ (পাঁচ) টাকা হারে বছরে ৫x১২=৬০.০০ টাকা

(খ) এএসআই/এসআই মাসিক ১০ (দশ) টাকা হারে বছরে ১০x১২=১২০.০০ টাকা

(গ) ইন্সপেক্টর মাসিক ৩০ (ত্রিশ) টাকা হারে বছরে ৩০x১২=৩৬০.০০ টাকা

(ঘ) এএসপি/এডিঃ এসপি মাসিক ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে বছরে ৫০x১২=৬০০.০০ টাকা

(ঙ) এএসপি হতে তদুর্দ্ধ মাসিক ১০০ (একশত) টাকা হারে বছরে ১০০x১২=১২০০.০০ টাকা

কর্মকর্তা

বর্তমানে প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

(৬) সাধারণ সম্পাদকের সাথে যৌথভাবে চেক ও পরিশোধিত ভাউচারে স্বাক্ষরদান করবেন এবং ব্যাংক লেনদেন করবেন।

(৭) প্রতি মাসের আয়/ব্যয় হিসাব পরবর্তী সভায় পেশ করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করবেন।

(৮) জরুরি খরচ মেটানোর নিমিত্তে সব সময়ের জন্য নগদ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ক্যাশে রাখতে পারবেন। প্রয়োজনে সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে নগদ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারবেন। তবে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের অনুমোদন ব্যতীত কোনো টাকা খরচ করতে বা কাউকে প্রদান করতে পারবেন না।

কল্যাণ সম্পাদকের কার্যাবলি

(১) নেটওয়ার্কের সদস্যদের জন্য কল্যাণমূলক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে তা বাস্তবায়ন করবেন।

(২) সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য অন্যান্য সহযোগী সংস্থা এবং গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

(৩) প্রয়োজনে সভা-সমিতির আয়োজন করবেন।

সাহিত্য, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদকের কার্যাবলি

(১) নেটওয়ার্কের সাহিত্য ও প্রকাশনা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

(২) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন।

(৩) ক্রীড়া বিষয়ক যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন।

দপ্তর সম্পাদকের কার্যাবলি

(১) নেটওয়ার্কের যাবতীয় কাগজপত্র, মূল্যবান দলিল সংরক্ষণ, দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত/কার্যক্রম সদস্যগণকে অবহিতকরণ।

(২) নেটওয়ার্কের যাবতীয় পত্রালাপ সংক্রান্ত কাজে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শ মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৩) অফিসের যাবতীয় আসবাবপত্র ও অফিস সামগ্রী যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন ।

পূর্বের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

তহবিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য এই নেটওয়ার্ক নিম্নলিখিত বই সমূহ সংরক্ষণ করবেন।

১।	ক্যাশ বই	৫।	নোটিশ বই
২।	সদস্য বই	৬।	সভার বিবরণী বই
৩।	ভাউচার সংরক্ষণ নথি	৭।	পত্রালাপ নথি ইত্যাদি
৪।	রশিদ বই	৮।	মনোগ্রাম সম্বলিত অফিস প্যাড

(৩) নেটওয়ার্ক এর সদস্য ফি এবং বাৎসরিক চাঁদার মাধ্যমে গঠিত তহবিল ব্যাংকে জমা রাখতে হবে, যা নেটওয়ার্ক প্রয়োজনে এবং সদস্যদের কল্যাণমূলক কাজে খরচ করা যাবে।

(৪) ব্যাংকে জমাকৃত টাকা যৌথভাবে নির্বাহী সচিব ও অর্থ সম্পাদক দ্বারা পরিচালিত হবে। অর্থ সংগ্রহের তিন দিনের মধ্যে তা ব্যাংকে জমা দিতে হবে।

(৫) সমস্ত খরচাদি কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

(৬) বিশেষ প্রয়োজনে নেটওয়ার্ক এর সদস্যদের নিকট হতে অতিরিক্ত চাঁদা সংগ্রহ করা যাবে।

(৭) কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে নেটওয়ার্ক এর কাজ সুচারুরূপভাবে পরিচালনার জন্য বৈধ অনুদান গ্রহণ করা যাবে।

(৮) অনুমোদিত সংগ্রহকারী ব্যতীত অন্য কেউ চাঁদা সংগ্রহ করতে পারবে না। অনুমোদিত সংগ্রহকারীগণ যে কোন চাঁদা আদায় করার পর তা সরাসরি রশিদ বইসহ অর্থ সম্পাদকের নিকট জমা করবেন।

বর্তমানে প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

যোগাযোগ, প্রচার ও তথ্য সম্পাদকের কার্যাবলি

(১) নেটওয়ার্কের বহুমুখী কার্যক্রমের প্রচার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংরক্ষণ, প্রচার ও যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

(২) ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং ওয়েবসাইট, ফেইসবুক, ই-মেইলের মাধ্যমে নেটওয়াকের কার্যক্রমের তথ্য আদান-প্রদান ও হালনাগাদ তথ্যাদি সংরক্ষণ করবেন।

উন্নয়ন ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদকের কার্যাবলি

(১) নেটওয়ার্কের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন।

(২) গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সদস্যদের কার্যাবলি

নেটওয়ার্কের সকল কার্য সম্পাদনে সহায়তা করবেন। কোনো সময় সভাপতি এবং সিনিয়র সহসভাপতির পদ শূন্য হয়ে গেলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তক্রমে একজন সহসভাপতিকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হবে। কোনো সময় সাধারণ সম্পাদকের পদ শূন্য হয়ে গেলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার সিদ্ধান্তক্রমে একজন যুগ্ম সম্পাদককে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করা হবে। কোনো সময় অর্থ সম্পাদকের পদ শূন্য হয়ে গেলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্বাহী সদস্যের মধ্য হতে একজনকে অর্থ সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হবে।

১৭। **কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ও নির্বাচন পদ্ধতি**

(১) কার্যনির্বাহী পরিষদ নেটওয়ার্কের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় নেটওয়ার্কের সদস্যগণ দ্বারা দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হবে। তবে কর্মরত কার্যনির্বাহী পরিষদ নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যরত থাকবে।

(২) সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করবে। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কোনো সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ, প্রস্তাব বা সমর্থন করতে পারবেন না। তারা নির্বাচনের সকল কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(৩) মৃত্যু, পদত্যাগ বা অন্য কোনো কারণে যদি কার্যনির্বাহী পরিষদের কোনো পদ শূন্য হয় তবে কার্যনির্বাহী পরিষদ এই উদ্দেশ্যে আহূত বিশেষ সভায় মিলিত হয়ে নেটওয়ার্কের সদস্যদের মধ্য হতে শূন্য পদ পূরণ করবে।

(৪) কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীকে অবশ্যই হালনাগাদ চাদা পরিশোধ করতে হবে।

(৫) কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের এক মাসের মধ্যে নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী

পূর্বের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

অনুচ্ছেদ-১১

আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষণ ঃ

(১) প্রধান পৃষ্ঠপোষকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সভার পূর্বে পূর্ববর্তী পঞ্জিকা বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে সভাপতি অন্তত তিন সদস্যের সমন্বয়ে একটি নিরীক্ষণ কমিটি গঠন করবেন।

(২) উক্ত কমিটিতে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নয় এরূপ অন্তত দুইজন সদস্য থাকবেন।

(৩) নিরীক্ষা কমিটি সংশিস্নষ্ট বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করে বার্ষিক সভার তারিখের অন্তত ৭ (সাত) দিন পূর্বে সভাপতির নিকট উপস্থাপন করবেন।

(৪) উক্ত প্রতিবেদনের সারমর্ম নির্বাহী সচিব বার্ষিক সভায় অবহিত করবেন।

অনুচ্ছেদ-১২

কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষমতা ঃ

(১) নেটওয়ার্ক এর স্বার্থ সংশিস্নষ্ট সভা সমাবেশ আহবান এবং পরিচালনা করা।

(২) নেটওয়ার্ক এর জন্য সকল প্রকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা।

(৩) অর্জিত সম্পত্তি ব্যবহার, উন্নয়ন সাধন, বিক্রয়, ইজারা, বন্ধক বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর করা।

(৪) নেটওয়ার্ক এর জন্য তহবিল গঠন করা এবং তহবিলের অর্থ লাভজনক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করা।

(৫) প্রয়োজনবোধে প্রধান পৃষ্ঠপোষকের অনুমতি সাপেক্ষে ঋণ গ্রহণ করা।

পরিষদের নিকট দায়িত্ব অর্পণ করবে।

বর্তমানে প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

১৮। **সভাসমূহ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি**

(১) বছরে ন্যূনতম দুইবার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(২) সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে এজেন্ডাসহ নোটিশ সংশিস্নষ্ট কর্তৃপক্ষ, ই-মেইল ও নেটওয়ার্কের ওয়েবসাইটে প্রেরণ করা হবে।

(৩) কার্যনিবাহী পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

(৪) বছরে সুবিধাজনক সময়ে দুইবার প্রধান পৃষ্ঠপোষকের সাথে এবং একবার উপদেষ্টা পরিষদের সাথে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(৫) কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজন মনে করলে বিশেষ জরম্নরি অবস্থার প্রেক্ষিতে যেকোনো সময় যেকোনো সভার আয়োজন করতে পারবে।

(৬) রেঞ্জ পর্যায়ে বছরে অন্তত একবার রেঞ্জ এবং মেট্রোপলিটন ইউনিটের প্রধান কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই সভাসমূহে কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি অথবা সহসভাপতি অথবা সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কার্যনির্বাহী পরিষদের এক বা একাধিক সদস্য উপস্থিত থাকবেন। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত পুলিশ নারীগণ এতে অংশগ্রহণ করবেন। রেঞ্জ পর্যায়ে এই সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মাঠ পর্যায়ে চিহ্নিত বিষয়াবলি পর্যালোচনাপূর্বক বিবেচনার জন্য প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং উপদেষ্টা পরিষদের নিকট কার্যনির্বাহী পরিষদ উপস্থাপন করবে।

(৭) বছরে একবার সুবিধাজনক সময়ে এই নেটওয়ার্কের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(৮) উপস্থিত সদস্যগণের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

(৯) কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যগণ হাত তুলে বা প্রয়োজনবোধে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে তাদের মতামত জানাবেন। পক্ষে-বিপক্ষে সমান ভোট পড়লে সভাপতির ভোটে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

১৯। **তহবিল গঠন ও হিসাব**

(১) তহবিল গঠনের জন্য বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত প্রত্যেক পুলিশ নারী 'বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্ক'-এর সদস্য হওয়ায় সদস্য ফি বাবদ ১০০ (একশত) টাকা প্রদান করবেন। ফি প্রদান করার পর সদস্যগণকে ক্রমিক নম্বর সংবলিত 'সদস্য বই' দেয়া হবে।

(২) পদবি অনুসারে নিধারিত হারে মাসিক চাঁদা নির্ধারণপূর্বক বছরে একবার

পূর্বের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

(৬) অন্যান্য সহযোগী সংস্থা এবং গোষ্ঠীর সাথে, অন্য কোন সার্ভিস এসোসিয়েশন বা নারী এসোসিয়েশন বা ফোরামের সাথে যোগাযোগ এবং যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(৭) কার্যনির্বাহী কমিটি যে কোন সদস্যকে বিশেষ কাজে দায়িত্ব প্রদান করা।

(৮) সরকারী/বেসরকারী/দেশী/বিদেশী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে কর্মসূচী গ্রহণ করা।

(৯) দৈহিক, মানসিক বা অন্য কোন কারণে এই নেটওয়ার্ক এর কোন সদস্য আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে বা আকস্মিক মৃত্যুবরণ করলে তাকে বা তার উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

(১০) অবসর প্রাপ্ত সদস্যদের তালিকা প্রণয়ন এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

(১১) উপরোক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রয়োজনীয় সকল কার্যাবলী সম্পাদন করা।

অনুচ্ছেদ-১৩

কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ ও নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

(১) 'কার্যনির্বাহী কমিটি' নেটওয়ার্ক এর দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় নেটওয়ার্ক এর সদস্যগণ দ্বারা দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হবেন। তবে কর্মরত কার্যনির্বাহী কমিটি নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যরত থাকবেন।

(২) সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করবেন। নির্বাচন পরিচালনা কমিটি কোন সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ, প্রস্তাব বা সমর্থন করতে পারবেন না। তারা নির্বাচনের সকল কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

বার্ষিক চাঁদা আদায় করা হবে।

-১৩-

বর্তমানে প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

তহবিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য এই নেটওয়ার্ক নিম্নলিখিত বইসমূহ সংরক্ষণ করবে :

ক। ক্যাশ বই
খ। সদস্য বই
গ। ভাউচার সংরক্ষণ নথি
ঘ। রসিদ বই
ঙ। নোটিশ বই
চ। সভার বিবরণী বই
ছ। পত্রালাপ নথি ইত্যাদি
জ। প্রতীক সংবলিত অফিস প্যাড

(৩) নেটওয়ার্কের সদস্য ফি এবং বার্ষিক চাঁদার মাধ্যমে গঠিত তহবিল ব্যাংকে জমা রাখতে হবে, যা প্রয়োজনে এবং সদস্যদের কল্যাণমূলক কাজে খরচ করা যাবে।

(৪) বিশেষ প্রয়োজনে নেটওয়ার্কের সদস্যদের নিকট হতে অতিরিক্ত চাঁদা সংগ্রহ করা যাবে।

(৫) কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে নেটওয়ার্কের কাজ সুচারুরূপভাবে পরিচালনার জন্য বৈধ অনুদান গ্রহণ করা যাবে।

(৬) অনুমোদিত সংগ্রহকারী ব্যতীত অন্য কেউ চাঁদা সংগ্রহ করতে পারবেন না। অনুমোদিত সংগ্রহকারীগণ যেকোনো চাঁদা আদায় করার পর তা সরাসরি রসিদ বইসহ অর্থ সম্পাদকের নিকট জমা করবেন।

২০। **আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষণ**

(১) প্রধান পৃষ্ঠপোষকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সভার পূর্বে পূর্ববর্তী পঞ্জিকা বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে সভাপতি অন্তত তিন সদস্যের সমন্বয়ে একটি নিরীক্ষণ কমিটি গঠন করবেন।

(২) উক্ত কমিটিতে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য নয় এরূপ অন্তত দু'জন সদস্য থাকবেন।

(৩) নিরীক্ষা কমিটি সংশ্লিষ্ট বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করে বার্ষিক সভার তারিখের অন্তত ৭ (সাত) দিন পূর্বে সভাপতির নিকট উপস্থাপন করবে।

(৪) উক্ত প্রতিবেদনের সারমর্ম সাধারণ সম্পাদক বার্ষিক সভায় অবহিত করবেন।

(৫) নেটওয়ার্কের সকল হিসাব-নিকাশ অনুমোদিত কোনো অডিট ফার্ম বা হিসাব নিরীক্ষক দ্বারা বার্ষিক ভিত্তিতে নিরীক্ষা করাতে হবে।

পূর্বের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

(৩) মৃত্যু, পদত্যাগ বা অন্য কোন কারণে যদি কার্যনির্বাহী কমিটির কোন পদ শূণ্য হয় তবে কার্যনির্বাহী কমিটি এই উদ্দেশ্যে আহুত বিশেষ সভায় মিলিত হয়ে নেটওয়ার্ক এর সদস্যদের মধ্য হতে শূন্য পদ পূরণ করবেন।

(৪) কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচনের এক মাসের মধ্যে নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

অনুচ্ছেদ-১৪

অবসর প্রাপ্ত পুলিশ নারী সদস্য ঃ

অবসর প্রাপ্ত পুলিশ নারী সদস্যগণ এই নেটওয়ার্ক এর সদস্য হতে পারবেন। সেড়্রোত্রে অবসরকালীন পদবী অনুযায়ী মাসিক চাঁদা প্রদান করবেন। আজীবন সদস্য হওয়ার ড়্রোত্রে এককালীন ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা প্রদান করবেন।

অনুচ্ছেদ-১৫

বিধি প্রণয়ন/সংশোধন/সংযোজন ঃ

কার্যনির্বাহী কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে এই গঠনতন্ত্রের যে কোন বিধি প্রণয়ন/সংশোধন/সংযোজন করা যাবে। এড়্রোত্রে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

অনুচ্ছেদ-১৬

বিবিধ ঃ

(১) প্রত্যেক সাধারণ সদস্যের সুবিধা অসুবিধার প্রতি এই নেটওয়ার্ক শ্রদ্ধাশীল থাকবে।

(২) কারো কোন অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে লিখিত/মৌখিকভাবে সভাপতির নিকট জানানো যাবে।

(৩) যে সকল বিষয়ে এই গঠনতন্ত্রে বিশেষভাবে কোন বিধান নাই সে সকল বিষয়ে গঠনতন্ত্রের বিধানকে ক্ষুন্ন না করে প্রচলিত রীতি অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত্ম গ্রহণ করা যাবে।

বর্তমানে প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র

২১। **অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ নারী সদস্য**

অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ নারী সদস্যগণ এই নেটওয়ার্কের সদস্য হতে পারবেন। সেড়্রোত্রে অবসরকালীন পদবি অনুযায়ী মাসিক চাঁদা প্রদান করবেন। আজীবন সদস্য হওয়ার ড়্রোত্রে এককালীন ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা প্রদান করবেন।

২২। **বিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও সংযোজন**

কার্যনিবাহী পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে এই গঠনতন্ত্রের যেকোনো বিধি প্রণয়ন সংশোধন ও সংযোজন করা যাবে।

২৩। **বিবিধ**

(১) প্রত্যেক সাধারণ সদস্যের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি এই নেটওয়ার্ক শ্রদ্ধাশীল থাকবে।

(২) কারো কোনো অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে লিখিত/মৌখিকভাবে সভাপতির নিকট জানানো যাবে।

(৩) যে সকল বিষয়ে এই গঠনতন্ত্রে বিশেষভাবে কোনো বিধান নেই সে সকল বিষয়ে গঠনতন্ত্রের বিধানকে ক্ষুণ্ন না করে প্রচলিত রীতি অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত্ম গ্রহণ করা যাবে।

===***===

বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্কের সংশোধিত গঠনতন্ত্র